ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : কৃষকের সন্তানেরা দাঁড়াবে কোথায়?

'আমার সব শেষ হয়ে গেছে, আমি আর হলে যাব না!' এটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে একজন নির্যাতিত ছাত্রীর করুণ আর্তনাদ। ২৩ জুলাই সোমবার রাত ৩টা। একদল পুলিশ (নারী-পুরুষ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শামসুন্নাহার হলে অতর্কিতে ঢুকে পড়ে। প্রথমেই তারা অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করতে করতে হলের মধ্যে প্রবেশ করে। তল্লাশি চালায় প্রতিটি রুমে। মেয়েরা ভয়ে রুমের দরজা বন্ধ করেও শেষরক্ষা করতে পারেনি। তাদের বেধড়ক লাঠিপেটা করা হয়, জামা-ওড়না ধরে টেনেহিঁচড়ে নিচে নামানো হয়। ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ১৮ জন মেয়েকে। চারদিকে কান্নার রোল পড়ে যায়। পরদিন সকালে এই হামলার প্রতিবাদে হাজার হাজার সাধারণ ছাত্রী সমবেত হয় বিক্ষোভ মিছিলে। উদ্দেশ্য ভিসি অফিস ঘেরাও এবং হামলার যথাযথ কারণ জানতে চাওয়া ও সুষ্ঠু বিচার হওয়া। কিন্তু আবার এই সাধারণ ছাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ। টিয়ারগ্যাস ও লাঠিচার্জসহ অমানবিক নির্যাতন চালায়। আহত হয় প্রায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রী এবং পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয় ছাত্রীরা। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন এই হামলা? কার অনুমতিতে মধ্যরাতে পুরুষ পুলিশ প্রবেশ করল শামসুন্নাহার হলে?

কতিপয় শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চেয়েছিল মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট সুলতানা সাফীকে অপসারণ করতে। সাধারণ ছাত্রীরা এর প্রতিবাদ করেছিল। এটাই ছিল তাদের অপরাধ। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে একজন শিক্ষককে অপসারণ করার অমূলক দাবির বিরুদ্ধে ছাত্রীদের দাবি ছিল যথেষ্ট যৌক্তিক। বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান চর্চার জায়গা। এখানে একজন শিক্ষার্থীকে ন্যায়ের শিক্ষা দেয়া হয়, আদর্শের শিক্ষা দেয়া হয়। তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে– এটাই স্বাভাবিক। আজ প্রতিবাদ করলে মধ্যরাতে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে, নির্যাতনের শিকার হতে হয় নারীকে। এত কিছুর পরও উপাচার্য বলছেন, এটা উচ্ছৃংখল ছাত্রীদের কাজ এবং মধ্যরাতে শামসুন্নাহার হলে পুরুষ পুলিশ প্রবেশ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ঘটনার কোন তদন্ত না করেই শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ঢালাওভাবে দোষ দিলেন প্রোভোস্টকে এবং ঘটনার সত্যতাকে করলেন অস্বীকার। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশ প্রবেশ করতে হলেও কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রে মেয়েদের হলে মধ্যরাতে পুরুষ পুলিশের প্রবেশ অবান্তর। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, ২৩ জুন রাতে শামসুন্নাহার হলে পুরুষ পুলিশের প্রবেশ ও ভিসি অফিসের সামনে সাধারণ ছাত্রীদের ওপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছে, তা কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই হয়েছে। অথচ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করছেন। দেশের প্রতিটি ঐতিহাসিক অর্জনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের। দেশের প্রতিটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভিত্তিভূমি এ বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় সমগ্র দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, ভালবাসা। অথচ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাই অতর্কিতে নির্যাতিত হল রাতের আঁধারে। আমরা যারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি তারা আজ অভিভাবকহীন। এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, লাইব্রেরি, হলগুলোই একমাত্র আমাদের আশ্রয়স্থল, শিক্ষকরাই আমাদের অভিভাবক। অথচ আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পরিবেশ নেই, লাইব্রেরিতে বই নেই, হলগুলোতে নেই সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ। শিক্ষকরা আজ রাজনীতিক, রাজনৈতিক নেতাদের তোষামোদকারীতে পরিণত হয়েছেন। তারা নিজেদের পদমর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা নিয়ে দলবাজিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এমতাবস্থায় আমরা যারা কৃষক-শ্রমিকের সন্তান– বুকভরা আশা, চোখভরা স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছি, তারা দাঁড়াব কোথায়?

অনিরুদ্ধ ইকবাল, হেলেনা নাসরিন
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়